১৬ জুলাই ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ধর্ষণ সহ সকল অপরাধ বিষয়ক আইনগুলোতে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন - রেইপ ল কোয়ালিশন এর ১০ দফা দাবী ব্যাখ্যা করে সংসদ সদস্যদের সাথে অনলাইন মত বিনিময় সভায় বক্তারা

গতকাল১৫জুলাই ২০২১ ইং তারিখ ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট (রেইপ ল কোয়ালিশন) এর সচিবালয় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর পক্ষ হতে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের ১০ দফা দাবীসমূহ ব্যাখ্যা করে একটি অনলাইন মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও বর্তমানে ব্লাস্টের মুখ্য আইন উপদেষ্টা বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক এর সভাপতিত্বে এবং ব্লাস্ট এর এডভোকেসী উপদেষ্টা এডভোকেট তাজুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি, চেয়ারম্যান, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বন ও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়এবং ফজলে হোসেন বাদশা, এমপি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এই মত বিনিময় সভার শুরুতে ব্লাস্টের গবেষণা বিশেষজ্ঞ তাকবীর হুদা ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের ১০ দফা দাবী উপস্থাপন করেন।এই দাবীগুলো হচ্ছে যথাক্রমেমানবাধিকার মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্ষণ আইনের সংস্কার,ধর্ষণ অপরাধের সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করে তা বৈষম্যহীন করা,সব ধরণের ধর্ষণকে আইনের আওতাভুক্ত করার জন্য'পেনিট্রেশন' কে সংজ্ঞায়িত করা,ধর্ষণের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা, ধর্ষণ মামলায় অভিযোগকারী ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির চরিত্রগত সাক্ষ্যের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা, সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, ধর্ষণ অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত একটি ক্ষতিপূরণ তহবিল গঠন করা, বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠক্রমে সম্মতি সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

সংসদ সদস্য জনাব **সাবের হোসেন চৌধুরী**বলেন, সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব শুধু আইন পাস করা নয়, বরং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং আইন প্রয়োগের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো গভীরভাবে খতিয়ে দেখা। তিনি মনে করেন, ১০ দফা দাবিগুলোর ভিত্তিতে আইনসংস্কার করার জন্য বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও জাস্টিস অডিটসহ বিভিন্ন গবেষণা লব্দ ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবনা তৈরী করতে হবে। পরিশেষে তিনি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

সংসদ সদস্য জনাব **ফজলে হোসেন বাদশা** বলেন, মামলায় সময়ক্ষেপণ এবং সাক্ষীদের প্রতি বিভিন্ন হুমকির মাধ্যমে আইনের প্রয়োগকে দুর্বল করে ফলে সাধারন জনগণ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান তারা যেন সাক্ষী সুরক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবিত আইনটি এবং সেই সাথে এ বিষয়ে তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলো সংসদে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি এবং এমপি সাবের হোসেন চৌধুরী এই বিষয়টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচনার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট সালমা আলী বলেন, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আদালত, বিচারক, পুলিশ ও থানার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। এছাড়াও তিনি আবেদন জানান, সাক্ষী সুরক্ষা আইন পাসের পূর্বে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে যেন এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিস এর আইনগত ক্ষতায়ন ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক প্রধান ড. ফস্টিনা পেরেইরা মনে করেন, আইনের ফাঁক ফোকর, আইন প্রয়োগে বাধা এবং আইনি ব্যাখ্যার সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে আমাদের অপরাধ বিষয়ক আইনগুলোতে ব্যাপক সংস্কার আনা প্রয়োজন। তিনি গত কয়েক অর্থ বছরের পরিসংখ্যান তুলে

ধরে বলেন যে বিচার বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট খুবই নগণ্য। তিনি বিচার খাতে বাজেট বৃদ্ধি এবং সাক্ষী সুরক্ষার জন্য ২০০৬ সালে আইন কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনটি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে সংসদে পাস করার সুপারিশ জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমিন এর মতে, ন্যায়বিচার পেতে হলে সবধরণের ধর্ষণকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।আমাদের সবার মাঝেইএকটি প্রচলিত ধারণা আছে যে ধর্ষণের ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে বল প্রয়োগ করতে হবে।কিন্তু এখানে শারীরিক শক্তি বা বল প্রয়োগের তুলনায় সম্মতিটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।ধর্ষণের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিস্তারিত গাইডলাইনের পাশাপাশি এ বিষয়ে সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকের স্বাধীনতা (Discretionary Power) বৃদ্ধি করতে হবে।

সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মোঃ আব্দুল হালিম ধর্ষণ অপরাধের স্বীকার ব্যাক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থাগুলো অনুসরণ করে বাংলাদেশে সংস্কার আনা যেতে পারে। একজন ধর্ষণের স্বীকার ব্যাক্তিকে তিন ধরণের ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান রয়েছে ভারতে - প্রথমেই এজাহার দায়েরের সময়ে প্রাথমিক শারীরিক পরীক্ষার পর, বিচারকার্য শুরু হবার সময় বিচারকগণ প্রয়োজন মনে করলে এবং সবশেষে মামলার রায়ে ধর্ষণ প্রমাণিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বড় অংকের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের অন্যান্য সদস্যগণও মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সাথে এই সংক্রান্ত তাদের মতামত তুলে ধরেন।

রেইপ ল রিফর্মকোয়ালিশন (ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট)[i] এর সচিবালয়ের পক্ষে
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

[i]আইন ও সালিশ কেন্দ্র, আইসিডিডিআরবি, উইক্যান, উইমেন ফর উইমেন, একশন এইড, এসিড সার্ভাইভারস ফাউন্ডেশন, ওয়াইডাব্লিউসিএ, কেয়ার বাংলাদেশ, ডাব্লিউডিডিএফ, নারীপক্ষ, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ব্র্যাক, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন -বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক ১৬ টি সংগঠন এর সমন্বয়ে গঠিত এই কোয়ালিশন।